Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৫ এপ্রিল , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৪ এপ্রিল ,২০১৬, সোমবার, ২১ চৈত্র,১৪২২

## বাম কংগ্রেস মিলে রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে—রাহুল

**কিশোর মাকর, দুর্গাপুর :** কেন্দ্রে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার চালাচ্ছে মোদি। রাজ্যে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার চালাচ্ছে মমতা। দু'জনকেই একই বন্ধনীতে রেখে তীব্র আক্রমণ করলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধি।

২ এপ্রিল দুর্গাপুরে কল্পতরু মাঠে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীদের সমর্থনে ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি। এই রাজ্য পাঁচ বছর কীভাবে সরকার চলেছে তা বলতে গিয়ে তীব্রভাবে বেঁধেন মমতা ব্যানার্জীকে। শুধুমাত্র স্বৈর শাসক নয়, ভ্রষ্টাচার, বিকাশ বিমুখ, প্রচারধর্মী বলে উল্লেখ করেন। বাংলায় এবার গণজাগরণ শুরু হয়েছে। কিষাণ মজদুর, আদিবাসীদের এক জোট করে বামপন্থীদের সহযোগিতায় নতুন জোট সরকার ক্ষমতায় আসবে। তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে লালঝাণ্ডা

*—এরপর চারের পাতায়*

## কৃষি অঞ্চলের ১৬ টি আসনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের প্রার্থীরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল :** জেলার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের কাজ আজ শেষ হয়েছে। এপর্যন্ত কৃষি অঞ্চলের ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট ৮৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ৫ এপ্রিল স্ক্রুটিনি ও ৭ এপ্রিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। ২৮ মার্চ শুরু হয়েছিল জমা দেওয়া। ৩০ মার্চ বামফ্রন্ট গণতান্ত্রিক প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। বর্ধমান জেলা শাসকের দফতরে বর্ধমান দক্ষিণ, বর্ধমান উত্তর, ভাতার, আউশগ্রাম, রায়না, খণ্ডঘোষ, মেমারি ও জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, পূর্বস্থলী উত্তর ও কালনার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয় কালনা মহকুমা শাসক দফতরে। কাটোয়া, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোটের জন্য কাটোয়া মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয় দুর্গাপুর মহাকুমা শাসকের দফতরে। ৩০ মার্চ সি পি আই(এম)-এর জেলা দফর থেকে এক সুদৃশ ও বিশাল মিছিল মনোনয়নপত্র দাখিল করতে এগিয়ে আসে। পুরোভাগে জেলা নেতৃত্ব ছাড়াও ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণ, বর্ধমান উত্তর, ভাতার, রায়না, খণ্ডঘোষ, জামালপুর, মেমারি ও আউশগ্রাম কেন্দ্রের প্রার্থীরা। মিছিলকে স্বাগত জানিয়ে কংগ্রেসও মিছিলে অংশ নেয়। এই কৃষি অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বিধায়ক চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ (মন্তেশ্বর), বাসুদেব মেটে (আউশগ্রাম), শাজাহান চৌধুরী(মঙ্গলকোট), অপর্ণা সাহা (বর্ধমান উত্তর), বাসুদেব খাঁ (রায়না) সহ বর্ধমান দক্ষিণের আইনুল হক, মেমারির দেবাশিষ ঘোষ, জামালপুরের জন্য সমর হাজরা, খণ্ডঘোষের অসীমা রায়, গলসির নন্দলাল পণ্ডিত, কেতুগ্রামের সৈয়দ আবুল কাদের, কাটোয়ার জন্য শ্যামা মজুমদার, পূর্বস্থলী উত্তরে প্রদীপ সাহা, কালনার সুকুল শিকদার ও পূর্বস্থলী দক্ষিণের জন্য বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থী অভিজিৎ ভট্টাচার্য। এছাড়াও এই দফায় উল্লেখযোগ্য প্রার্থীরা হলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ও রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বর্ধমান দক্ষিণে।

*রানিগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ ময়দানে সি পি আই(এম) প্রার্থী রুনু দত্ত, হেমন্ত প্রভাকর ও জাহানারা খানের সমর্থনে বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মহম্মদ সেলিম।*

## জেলার শিল্পাঞ্চলের ৯টি কেন্দ্রের ভোট ১১ এপ্রিল : আশঙ্কায় শাসকদল

**বিশেষ প্রতিবেদক :** জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। উষ্ণায়নের ফলে ঋতুচক্রও কিরকম যেন বদলে গেছে। আমাদের দেশের ছটি ঋতুই মানুষ উপভোগ করতেন। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ন গ্রীষ্মের তীব্রতাকে বাড়িয়েছে। শীত-এর সময়কাল কমেছে। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত নেই। ফলে দাবদাহ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ এই সামগ্রিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু এরাজ্যে রাজ্যের পরিবেশে যুক্ত হয়েছে একটি নতুন উপাদান—ভয় ও আতঙ্কের বাতাবরণ। এই ভয় বর্তমানে মানুষের জীবনে এক অন্যতম উপাদান। ভীতি, সন্ত্রাস ও আতঙ্ক থেকে মুখ খুলতে পারছেন না। কার্যত অভিব্যক্তির স্বাধীনতাই আজ বিপন্ন। গণতন্ত্র বিপন্ন। জোর যার মুলক তার এই পরিবেশ বিরাজ করছে রাজ্য জুড়ে। এর মধ্যেই রাজ্যের ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বর্ধমান জেলাতেও নির্বাচন হবে দুটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে জেলার শিল্পাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে ১১ এপ্রিল। কেমন চলছে ভোট প্রচার—ভোটের হাওয়া কী পরখ করতে বেরিয়েছিলাম শিল্পাঞ্চলের ৯টি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়েই। সীমান্তে রয়েছে বারাবনি ও কুলটি। যেখানে ভিন রাজ্য থেকে অবাধ আনাগোনা দুষ্কৃতীদের। দুষ্কৃতীরাও নির্বাচনে ভূমিকা পালন করে। কুলটি বরাবরই মার্জিনাল আসন। অল্প ভোটের ব্যবধানেই এখানে ফলাফল নির্ণয় হয়। এখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদিও বামপন্থীদের সঙ্গে তৃণমূলেরই। ২০১১-য় এই আসনে জিতেছিল তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চ্যাটার্জী। এবারেও তিনি নির্বাচনের আসরে রয়েছেন। তবে বামফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেস আসন সমঝোতা হওয়ায় এই আসনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কংগ্রেস প্রার্থী অভিজিৎ আচার্য (বাপ্পা)। তিনি কুলটি এলাকার নির্বাচিত কাউন্সিলারও। পুর নির্বাচনের ভয়াবহ ভোট লুটেও তিনি জয়ী হয়েছেন। এছাড়াও এখানে রয়েছে বিজেপির অজয় পোদ্দার, এস.ইউ.সি.আই-এর কল্লোল রায়, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার মহম্মদ সাকিল আনসারি ও সজল দাস নামে এক নির্দল প্রার্থী। এই কেন্দ্রের মোট ভোটার ২,৩০, ২১৭ জন। কংগ্রেস প্রার্থী বাপ্পার পক্ষে প্রচারে নেমেছেন বামপন্থীরা। কংগ্রেসের সামান্য হলেও জনসমর্থনের একটি ভিত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে উজ্জ্বল চ্যাটার্জীকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। ফিরোজ কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রের একজন ভোটার। নিয়ামতপুরে ভোট যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে সব সমীকরণই বদলে যেতে পারে। কুলটির ফলাফল কী হবে নির্ভর করছে ১১ এপ্রিল ভোটে মানুষ নির্ভয়ে ভোটদান করতে পারবেন কিনা তার উপরই।

বারাবনি থেকে প্রসূন জানাচ্ছেন বারাবনি বিধানসভা আসনে নির্বাচনী প্রচারের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট হয় যে বিজেপিকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে তৃণমূল। সন্ত্রস্ত এলাকায় যেখানে প্রধান বিরোধী বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে দেওয়াল লেখা থেকে শুরু করে প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে সেখানে বিজেপি এবং এস ইউ সি আই-এর জন্য দেওয়াল ছেড়ে রেখে লেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আর সেভাবেই নির্বিঘ্নে মনোনয়ন পত্রও জমা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি। এখানে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির প্রার্থী হয়েছেন সি পি আই(এম)-এর শিপ্রা মুখার্জি। বারাবনিতে এই প্রথম কোনো মহিলা বিধায়ক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। শিপ্রা মুখার্জি সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব সাফল্যের সাথে সামলেছেন পাঁচ বছর। তারপর পাঁচ বছর জেলাপরিষদের সদস্যা হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বাড়িতে প্রচারে সারাও পাচ্ছেন বেশ। রাজ্যের সামগ্রিক নৈরাজ্যের পরিস্থিতির পাশাপাশি সালানপুর-বারাবনি শিল্পাঞ্চলে নতুন শিল্প না হওয়া এবং চলতি শিল্প-খনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ইস্যুতে বামপ্রার্থীকে নিয়ে লড়াইয়ের নতুন সম্ভাবনার পথ খুঁজছেন এলাকার শ্রমজীবী পরিবারগুলি। অন্যদিকে, গতবারের তৃণমূল বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় আবারও আসরে নেমেছেন। গত পাঁচ বছরে রূপনারায়ণপুর, গৌরাণ্ডিতে সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে এলাকার দখলের তৃণমূলি রাজনীতি এলাকার মানুষ ভালভাবে নিচ্ছেন না। বাম আমলে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে নিয়ামতপুর চিত্তরঞ্জন রাস্তার পূর্ননির্মানের কাজটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো ছাড়া তেমন কোন বলার মতো বিষয় নেই তাঁর ঝুলিতে।

তৃণমূলকে সহায়তা করতে বিজেপি-র প্রার্থী অমল রায়, এস ইউ সি আই প্রার্থী প্রণবেশ দত্ত, শিবসেনা প্রার্থী

*—এরপর তিনের পাতায়*

# নতুন চিঠি

৪ এপ্রিল, ২০১৬


## শুরু হল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন

প্রথম দফার ভোটপর্ব শুরু হল আজ ৪ এপ্রিল। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ১৮টি আসনের জন্য ৪৯১৫টি বুথে আজ ভোট হবে, এবং আজকের ভোট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ইঙ্গিত মিলবে আগামী দফাগুলির ভোটপর্ব কতটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগোতে পারবে। তৃণমূলের ভোট লুঠ ঠেকাতে কতটা আন্তরিক ও কার্যকরী উদ্যোগ নিতে সমর্থ হবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনী। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নাসিম জাহিদির অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট সুনিশ্চিত করার কঠোর বার্তা কতটা সত্যিই কার্যকর হবে। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৮টি আসন সংখ্যায় সামান্য হলেও তার তাৎপর্য বিশাল।

প্রথম দফার ভোটপর্ব যেভাবে শুরু হয়েছে, তাতে নির্বাচন কমিশনের আশ্বাস সত্যিই কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিশনের সদিচ্ছা থাকলেও তৃণমূলের দলদাস প্রশাসনের নির্লজ্জ ভূমিকা তাকে কতটা সার্থক হতে দেবে, তা নিয়েও সংশয় থেকে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীও যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করছে কিনা তা নিয়েও সংশয়ের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। তৃণমূলের গুণ্ডামি অব্যাহত। ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে, ছাতু-মুড়ি ও নগদ টাকা দিয়ে গরিব মানুষের ভোট কেনার প্রক্রিয়া চলছে। সাংবাদিকরা মার খাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী দোকানে দোকানে জিনিস কিনতে ব্যস্ত। ভোটকেন্দ্রগুলিতে তাদের উপস্থিতি থাকলেও তৃণমূল বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ ভোটদান প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করছে। এলাকায় এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নেই, ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করা, অন্যথায় ভোট কেন্দ্রে আসতে না দেওয়ার প্রক্রিয়াও অব্যাহত। আক্রান্ত হচ্ছে বামপন্থী কর্মীরা, এমনকি সাংবাদিকরাও। শেষ বিচারে, একমাত্র মানুষই পারে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। সেই প্রক্রিয়াও চলছে। প্রথম দফার ভোট চরিত্র দেখে পরবর্তী পর্যায়গুলিতে বাম-কংগ্রেস জোটের নেতৃত্বে মানুষ যথোপযুক্ত ভূমিকা নেবে, এই প্রত্যাশা পূরণের উপরই নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত।

## এক ডজন প্রশ্ন

১. সিপাহী বিদ্রোহের কবে সূচনা হয়? কীভাবে সূচনা হয়েছিল?
২. দ্য নেদারল্যাণ্ডস্ কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৩. রাজস্থান রাজ্য কবে গঠিত হয়? রাজধানী কোথায় হয়?
৪. গোয়া ভারতের কততম রাজ্য এবং কবে হয়?
৫. বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগান কবে যুদ্ধে নিহত হন? তাঁর সমাধি কোথায় আছে?
৬. ২১ জন বর্গী সহ বর্গীদের দলপতি ভাস্কর পণ্ডিত কবে কোথায় নিহত হন?
৭. বোম্বাই শহরে কবে শেষ ইলেকট্রিক ট্রাম চলেছিল?
৮. জ্যোতি বসুকে লক্ষ্য করে কোথায় কবে কে গুলি চালায়? তিনি রক্ষা পেলেও কে নিহত হন?
৯. জার্মানির লৌহমানব কাকে বলা হতো? তাঁর কবে জন্ম এবং কবে মৃত্যু?
১০. বর্ধমান জেলার কালনা পুরসভা কবে গঠিত হয়? কারা কারা উদ্যোগী ছিলেন?
১১. বার্মাদেশ (এখন মায়ানমার) ভারত থেকে কবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র হয়?
১২. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' প্রথম কবে প্রকাশিত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

## করন্দা থেকে ভৈটা প্রচার করলেন অপর্ণা সাহা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ এপ্রিল, পালসিট :** বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ জোট প্রার্থী অপর্ণা সাহাকে নিয়ে একটি বিশাল মিছিল নবস্থা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের করন্দা থেকে বের হয়। করন্দা, খাঁড়গ্রাম, পালসিট হয়ে ভৈটা গ্রামে মিছিল শেষ হয়। এই হাজার হাজার মানুষের মিছিলের সামনে ছিলেন সি পি আই(এম) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গণেশ চৌধুরী, সদর জোনাল সম্পাদক মেহবুব আলম সহ নেতৃত্ব।

কংগ্রেস দলের নেতা, সমর্থকরাও মিছিলে অংশ নেন। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে মিছিলে আসা মানুষদের অভিনন্দন জানান। মিছিল থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারকে হটানোর ডাক দেওয়া হয়।

## বর্ধমান জেলার বিপন্ন নারী সমাজ : তাদের ভাবনা

প্রবীরদাস ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। তিনি বঙ্গেশ্বরী। তিনি চমকান, তিনি ধমকান, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বিরোধীদের দেখে নেবার হুমকি দেখান। অথচ এমন এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকালে নারী সমাজের নিরাপত্তা চরম আক্রমণের সম্মুখীন, চূড়ান্ত লজ্জার বেআব্রু জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সে ব্যাপারে কোনো হুঁশ নেই। ধর্ষণ, অপহরণ, খুন, ইভ-টিজিং, বধূহত্যা ইত্যাদি আক্রমণের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালে নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ওপর এ ধরনের আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে ২৯,১৩৩টি; ২০১২ সালে ৩০,৯৪২টি সারা ভারতের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রথমস্থানে (১২.৬৭ শতাংশ)—২০১৩ সালে ২৯,৮২৬টি যা সারা ভারতের প্রেক্ষিতে তৃতীয় স্থান, ২০১৪ সালের ৩৮,২৯৯টি (সূত্র : ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস্ বুরো, ২০১৪, ভারত সরকার)।

পশ্চিমবঙ্গের নারী সমাজের কাছে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বর্ধমান জেলার পানাগড়, দুর্গাপুর, বেলকাশ, খানো, আটাগড়, নবাবহাট, তালিত, বাঘাড়, হলদি, দে-পাড়া ইত্যাদি অঞ্চলের সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার, কৃষিজীবী পরিবার, প্রান্তিক ক্ষেতমজুর পরিবারের ৮৩ জন মহিলার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের ভিত্তিতে জেলার নারী সমাজ আজ কতটা বিপন্ন তার একটি আভাস পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, এটা ঠিক যে গোটা পশ্চিমবঙ্গের নারী সমাজের বিপন্নতার চিত্র এই ক্ষুদ্র পরিসরে তথ্য দিয়ে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু 'বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দর্শন' সম্ভব।

জেলায় নারীরা কতটা সুরক্ষিত, কেমন আছেন তারা? সাক্ষাৎকারে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পরিবারের ২৫ জন ছাত্রী, ২৭ জন গৃহবধূ এবং ৩১ জন মহিলা শ্রমজীবী প্রান্তিক ক্ষেতমজুর মহিলার মধ্যে ৩৬ শতাংশ ছাত্রী, ৪৪ শতাংশ গৃহবধূ এবং ৪৬ শতাংশ শ্রমজীবী নারী মনে করেন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও জেলায় নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দ্রুত কমেছে। ফলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত, কর্মক্ষেত্রে, বর্হিঃজগতে, রাস্তাঘাটে চলাফেরায়, জনবসতি বা লোকজন কম এমন জায়গায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন বলে মত দিয়েছেন ছাত্রীদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ, গৃহবধূদের ৩৭ শতাংশ এবং শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ। সামাজিক স্থিতাবস্থার যেভাবে দ্রুত অবনতি ঘটছে তার প্রেক্ষিতে সাক্ষাৎকারভুক্ত মোট ৮৩ জনের মধ্যে ২৮ শতাংশ ছাত্রী, ১৯ শতাংশ গৃহবধূ এবং ১৯ শতাংশ শ্রমজীবী মহিলা তাদের দৈনন্দিন জীবনে আতঙ্কে থাকেন এই ভেবে যে, যেকোন সময়ে তার ওপরেও আক্রমণ হতে পারে।

### সারণি - ১
### সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীর মতামতের পরিসংখ্যানগত চিত্র

| | নারীর নিরাপত্তা দ্রুত কমেছে (%) | নিরাপত্তার অভাববোধ করেন(%) | প্রত্যাহিক জীবনে আতঙ্কিত(%) | মোট (জন) |
|---|---|---|---|---|
| ছাত্রী | ০৯ জন-৩৬% | ০৯ জন-৩৬% | ০৭ জন-২৮% | ২৫ |
| গৃহবধূ | ১২ জন-৪৪% | ১০ জন-৩৭% | ০৫ জন-১৯% | ২৭ |
| শ্রমজীবী মহিলা | ১৪ জন-৪৬% | ১১ জন-৩৫% | ০৬ জন-১৯% | ৩১ |
| **মোট** | **৩৫ জন** | **৩০ জন** | **১৮ জন** | ৮৩ |

সূত্র : ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, মার্চ - ২০১৬

জেলায় যে হারে প্রায় প্রতিদিনই নারী-ধর্ষণ, স্কুল-কলেজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকাদের ওপর আক্রমণ, আন্দোলনরত ছাত্রীদের পেরেক বসানো লাঠি দিয়ে বেধড়ক মার ও হুমকি প্রদান, দেহাতি খেটে খাওয়া মহিলাকে ধর্ষণ, স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুন ইত্যাদি ঘটনা ঘটে চলেছে—এমন ভয়ঙ্কর নিরাপত্তাহীন অবস্থায় নারীরা কেমন আছেন, তাদের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে কী ভাবছেন, কেন নারীদের ওপর আক্রমণ এত বাড়ছে ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে মোট ৮৩ জন মহিলার সাক্ষাৎকারভিত্তিক কথোপকথনে দেখা গেছে, ৮৩ জনের মধ্যে ৫৪ শতাংশ মহিলা মনে করেন সাম্প্রতিককালে জেলায় নারীর নিরাপত্তার ওপর আক্রমণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ৫-৬ বছর আগেও এতটা ছিল না। আক্রমণ ও আক্রান্তের এই হার বৃদ্ধির মূল কারণ প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও অপদার্থতা। এদের মতে নারীর ওপর পাশবিক আক্রমণের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের ধরার সক্রিয়তা দক্ষতার জন্য যেখানে সর্বোচ্চ মহিলা আধিকারিকের ট্রান্সফারের পুরস্কার জোটে, সেখানে প্রশাসনিক দক্ষতা আশা করাই বৃথা। অনিবার্য ফলশ্রুতিতে নারী সমাজ আজ আর সুরক্ষিত নয়—একথা পাগলেও বোঝে। নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে অপরাধীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক মদতদান একটি অন্যতম কারণ বলে মনে করেন মোট ৮৩ জনের মধ্যে ৪১ শতাংশ মহিলা (৩৪ জন)। অন্যদিকে মাত্র ৫ শতাংশ মহিলা মনে করেন সাম্প্রতিক সময়ে নারীদের বেহিসেবী জীবনচর্চা, উগ্র পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নারীর ওপর আক্রমণ বৃদ্ধির একটি কারণ। (সারণি-২)।

### সারণি -২
### বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানভিত্তিক নারীদের মতামতের পরিসংখ্যান

| | প্রশাসনিক ব্যর্থতা | অপরাধীদের রাজনৈতিক মদত | পশ্চিমী সংস্কৃতির অভিঘাত | মোট (জন) |
|---|---|---|---|---|
| ছাত্রী | ১১জন | ১০জন | ০৪জন | ২৫ |
| গৃহবধূ | ১৫জন | ১২জন | - | ২৭ |
| শ্রমজীবী | ১৯জন | ১২জন | - | ৩১ |
| মহিলা | ৪৫(৫৪%) | ৩৪(৪১%) | ০৪(০৫%) | ৮৩ |

সূত্র : ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, মার্চ - ২০১৬

বিপন্ন নারী সমাজ শুধু নয়; সমাজের সর্বস্তরের সুস্থ মানুষ আজ ভাবিত, চিন্তিত ও লজ্জিত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও জেলায় নারীদের চরম অবমাননাকর অবস্থা নিয়ে। নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রশাসক ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা সকলকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে, নির্বাচন কমিশনকে চমকাচ্ছেন, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেবার হুমকি দিচ্ছেন। কিন্তু নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের প্রশ্নে তাদের দায়বদ্ধতার কথা বলছেন কি? জেলার নারী সমাজ বর্তমান শাসকদলের অপদার্থতার জবাব ইঞ্চিতে দেবেন কিনা—সেটা শাসকদল ভেবেছেন কি?

তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরও ভাবার সময় এসেছে আমাদের মা-বোন-দিদি-কন্যাদের অপমানের জবাব দেবার।

## বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী আইনুল হক-এর সমর্থনে প্রচার চলছে সকাল-বিকেল শহর জুড়ে

# ভোট লুট রুখেই পূর্বস্থলী দক্ষিণ জেতাতে চায় জোট প্রার্থীকে

**আলেক শেখ, কালনা, ৩১ মার্চ :** ভোট লুট রুখেই পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে এবার জেতাতে চাই জোট প্রার্থীকে। তার লক্ষ্যেই বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতা কর্মীরা পুরোদমে পথে নেমে পড়েছেন। তৃণমূল বিরোধী ভোট যাতে জোট প্রার্থীর পক্ষেই একত্রিত হয় সে চেষ্টাই চলছে জোরকদমে। সে চেষ্টা যে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা সফল হয়েছে তার প্রমাণ মিলছে জোট কর্মীদের বিভিন্ন কর্মসূচি দেখে। কারণ প্রতিটি কর্মসূচিতে নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত অত্যাচারিত মানুষজনের অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১১ সালে পরিবর্তনকামীদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে মানুষের মনে জন্ম নিয়েছিলো পরিবর্তনের বীজ। বামফ্রন্টের থেকে আরও ভালো হওয়ার আশায় রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন কর্মীদেরই জিতিয়ে ছিলেন। সেই পরিবর্তনকামীদের অন্যতম প্রার্থী স্বপন দেবনাথ জয়ী হয়েছিলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। জয়ী হওয়ার পর তিনি শুধু রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রীই হননি, হয়ে যান বর্ধমান জেলার তৃণমূল সভাপতিও। যোগ্য রাজনৈতিক দলের তিনি কতটা যোগ্য নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, তার প্রথম নমুনা হচ্ছে শুধু ভোটই নয়, কীভাবে ফল লুঠ করা যায় তা তিনি দক্ষতার সঙ্গে প্রদর্শন করেছেন। ২০১৩ সালের ২৯ জুলাই রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত ভোট গণনার দিন। কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ধাত্রীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট গণনার পর দেখা যায় কৃষ্ণদেবপুর, নান্দাই, কাঁকুড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে জয়ী হয়েছে বামফ্রন্ট। খবর পেয়েই দলবল নিয়ে ভোট গণনা কেন্দ্রে হাজির হন তৃণমূলের এই দক্ষ সেনাপতি। পুলিশ প্রশাসনকে অকেজো করে গোটা ভোটগণনা কেন্দ্রের দখল নেন। নিজেরাই নাকি সেদিন ভোটগণনা করে কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির বাকি ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি জয়ী ঘোষণা করেন। বামফ্রন্টের জয় হওয়া ঘোষিত তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে নান্দাই ও কৃষ্ণদেবপুরকে শংসাপত্র দেওয়া এই দুটি পঞ্চায়েত সেদিন তৃণমূলিরা দখল করতে পারেনি। তবে অধিক রাত পর্যন্ত বাম প্রার্থীদের ভোট পাওয়া ব্যালটে ডবল ছাপ মেড়ে কাঁকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতটি দখল করতে সক্ষম হয়। বোর্ড গঠনের পর নন্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতটাও তারা দখল করে বাম প্রার্থীদের ভাঙিয়ে।

রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়ে তিনি এই কাজ কেন করেছিলেন তা পরে স্পষ্ট হয়। মন্ত্রী যাদের কন্ট্রোল করেন তাদের একটা রোজগারের পথ করে দেবার জন্যই তিনি সেদিন পঞ্চায়েত জবরদখলের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পর দুপসা গ্রামের কয়েকজন ইন্দিরা আবাসন প্রাপক ব্যাঙ্কে চেক ভাঙিয়ে টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই টাকা তাদের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেন মন্ত্রীর কন্ট্রোল করা লোকজন। ইন্দিরা আবাস প্রাপকরা মন্ত্রী থেকে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিককে অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। খুব সম্প্রতি রাজ্য জুড়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের চেক বিলি করা হয়। ডবল ছাপ মেরে বামফ্রন্টের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কাঁকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এই চেক বিলি নিয়ে বিরাট অভিযোগ ওঠে। ২০৮ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে কিছু না জানিয়ে তাদের নামের চেকগুলি স্থানীয় সমবায়ের মাধ্যমে ভাঙাতে দেওয়া হয়। যার মোট মূল্য প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা। খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ কৃষকরা বিডিও ও এসডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। কারণ এই কেলেঙ্কারি যারা করেছিলেন তারা হলেন মন্ত্রীর কন্ট্রোল করা লোকজন।

গত ২০১৫ সেপ্টেম্বর মাসে সব থেকে অধিক বন্যাকবলিত পঞ্চায়েত ছিলো নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েত। মাঠ-ঘাট-ঘর সব প্লাবিত হওয়ায় মানুষ তখন বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই সময় দেখা যাচ্ছে বন্যাকবলিত নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে ১০০ দিনের কাজে মাটির রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা যাদের জবকার্ডে দেওয়া হয়েছে তারা কেউ থাকেন মুম্বাই, কেউ গুজরাট। আবার কেউ ভিন গ্রামে মসজিদে ইমামতি করেন। সম্পর্ণ তথ্য তুলে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। কারণ ঐ একটাই। যারা এই কাজ করেছেন, তারা হলেন মন্ত্রীর কন্ট্রোল করা লোকজন।

তাই পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার মানুষ বুঝেছেন মন্ত্রীর কন্ট্রোল করা মানুষদের জব্দ করতে হলে স্বয়ং মন্ত্রীকেই পরাজিত করতে হবে। এই এলাকার মানুষ বুঝে গেছেন সমস্ত অকাজের নাটের গুরু স্বয়ং মন্ত্রী।

এই নাটের গুরুকে পরাজিত করতে পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রে জোটের প্রার্থী হয়েছেন কংগ্রেসের বর্ধমান জেলা সভাপতি অভিজিত ভট্টাচার্য। তাঁকে জেতানোর জন্য শুধু বাম ও কংগ্রেসই জোট বাঁধেনি। সেই জোটে সঙ্গী হয়েছেন এই বিধানসভা এলাকার সমস্ত অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষজন। প্রকৃত মানুষের জোট কীভাবে গড়ে ওঠে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র তার অনন্য নজির গড়ে তুলতে চায়। ইতিমধ্যেই সি পি আই(এম)-এর রাজ্য কমিটির দুই অন্যতম নেতা-নেত্রী অচিন্ত্য মল্লিক, অঞ্জু কর এলাকায় দুটি বড় বড় কর্মিসভা ও মিছিল করে গেছেন। তাতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল নজর কাড়া। তাই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ কোন চমৎকারিত্ব দেখিয়ে জয়ী হন, এখন সেটাই দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন এই কেন্দ্রের মানুষ।

# আশঙ্কায় শাসকদল

*—প্রথম পাতার পর*

কৃষ্ণনাথ গোস্বামী এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বারাবনি কেন্দ্রে এবার ভোটার সংখ্যা ২,০৫,৩০০ জন। এর মধ্যে পুরুষ - ১,০৬,৯৩২, মহিলা - ৯৮,৩৬৬ জন। রূপান্তরকামী-২ জন। মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা - ২৫২টি। গত ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থী পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু গুমোট হাওয়ায় এবার যে ফলাফল বদলে যাবে এমনই মনে করছেন এলাকাবাসীরা। ইতিমধ্যেই পাশের কেন্দ্র কুলটির নিয়ামতপুরে কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধি সভা করে গেছেন। টেম্পো উঠেছে।

আসানসোলের হটনরোডে প্রতিবেদকের সঙ্গে দেখা মনোজের। মনোজ প্রতিবেদকের পূর্ব পরিচিত। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বর্তমানে শিক্ষকতা করে। যদিও আসানসোলের ভোটার নয়, তবে প্রয়োজনীয় কাজেই এসেছিল আসানসোলে। কুশল বিনিময়ের পর প্রতিবেদককে শোনালো উর্দুর এক সায়েরি—'গলে পর ছুরি হো তো সচ্চ কৌন বলে, মগর সচ্চ হ্যায় সচ্চ কই বোলে না বোলে। না তেরা ইজারা, না মেরা ইজারা লহু বহতি গঙ্গা হ্যায় জো হাত লো হে।'

বর্তমান পরিস্থিতিকে বোঝাবার ক্ষেত্রে উপযুক্ত এক সায়েরি। মনোজের কথায় ২০১১-র দিদিঝড় নেই, ২০১৪-র লোকসভার মোদিঝড়ও নেই। এক গুমোট পরিবেশ রয়েছে সমগ্র রাজ্য জুড়েই। বড়ো কোনো তুফানের আশঙ্কায় রয়েছেন মানুষ। এ তুফান ওলোট-পালট করে দিতে পারে। ২৮০ আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে আসানসোল কর্পোরেশনের কিছু ওয়ার্ড ও রানিগঞ্জ ব্লকের কিছু পঞ্চায়েত এলাকা। এখানে মোট ভোটার ২,৪৭,১১১ জন। এই কেন্দ্র থেকে গতবার জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন মেয়র তাপস ব্যানার্জী। তিনিও এবারে খুব জোরের সঙ্গে কিছু বলতে পারছেন না। এবারে মোট পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে রয়েছেন সি পি আই(এম)-এর যুব নেতা হেমন্ত প্রভাকর, বিজেপি-র কর্ণেল দীপ্তাংশু চৌধুরী, বহুজন মুক্তি পার্টির চোটন রুইদাস ও ঝাড়খণ্ড দীশম পার্টির সুকান্ত হেমব্রম। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই(এম) হেমন্ত প্রভাকরেরই। রানিগঞ্জ ব্লকের বল্লভপুর থেকে শুরু করে তিরাট প্রভৃতি গ্রামগুলি দীর্ঘদিন সন্ত্রাস কবলিত। মানুষ কিন্তু এবার ভয়কে উপেক্ষা করে বেরিয়েছে। ওলট-পালট যে হয়ে যাবে না কেউই কিছু বলতে পারছেন না। শুধু অপেক্ষা করছে ১১ এপ্রিল।

আসানসোলে এ ডি এম অফিসে জানলাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রানিগঞ্জের মানুষের মতকে উপেক্ষা করে শতায়ু রানিগঞ্জ পুরসভাকে আসানসোল কর্পোরেশনে যুক্ত করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পুরভোটে ব্যাপক রিগিং ও ছাপ্পা না হলে রানিগঞ্জের ১১টি আসানই জয়ী হত বামপন্থীরা। বলগাহীন সন্ত্রাস ও ছাপ্পার মধ্যে ৫টি আসনেই জয়ী হয় বামফ্রন্ট। রানিগঞ্জ ট্রাডিশনালই বামপন্থী আসন বলে পরিচিত। ডিলিমিটেশনের পরে রানিগঞ্জ পুরসভার সঙ্গে অন্ডালের কিছু পঞ্চায়েত এলাকাকে যুক্ত করা হয়েছিল। রানিগঞ্জ পুরসভাকে আসানসোল কর্পোরেশনে যুক্ত করায় কার্যত পুরসভা এখন পোস্ট অফিসে রূপান্তরিত হয়েছে। পরিষেবা লাটে উঠেছে। ভোটবাক্সে জবাব পাবে শাসক। ২০১১-তে বিধানসভা নির্বাচনে সামান্য ভোটের ব্যবধানে এখান থেকে জয়ী হয়েছিলেন ইস্কোর 'লোহাচোর' সোহারাব আলি। ৫ বছর আরো নানান কেলেঙ্কারিতে যুক্ত হয়েছেন তিনি। বিচার বিভাগ তার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। জামিনে মুক্ত আছেন। আর তার দল তাকে নিয়ে বাজি ধরতে পারেনি। কিন্তু ছেড়েও দেয়নি। কারণ তিনি দলের নাকি 'রত্ন'। ফলে এবার তিনি আর প্রার্থী নন। প্রার্থী হয়েছেন তারই স্ত্রী নার্গিস বানো। এছাড়াও প্রার্থী রয়েছেন বি এস পি-র অজিত বাদ্যকর। বিজেপি-র মনীশ শর্মা ও বি এম পি-র মামণি ওরাং। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সি পি আই(এম)-এর রুনু দত্ত। রানিগঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রুনু দত্ত এলাকায় সৎ মানুষ হিসাবে পরিচিত। আর.এস.সিং, বি সি ঠাকুর এরা বলছিল পঞ্চায়েত বা পুরনির্বাচনের মতো ভোট লুট যদি না হয় তাহলে রুনু দত্তই জিতবেন রানিগঞ্জে। একের পর এক খনি বন্ধ হয়ে যাওয়া তাড়া করে বেড়াচ্ছে শাসকদলকে। মঙ্গলপুরে শিল্পও বন্ধ। সবই প্রতিফলন ঘটবে ভোটবাক্সে। এখানে মোট ভোটার ২,২৯,২২৬ জন।

আসানসোল উত্তর এই মুহূর্তে সবচেয়ে নজরকাড়া কেন্দ্র। মুর্গাশোলে এস.পি মুখার্জি রোডে দেখা হয় উজ্জ্বল ঘোষের সঙ্গে। প্রতিবেদকের পূর্ব পরিচিত। প্রতিবেদককে চা খাওয়ালেন তিনি। বলছিলেন ভোটটা যদি ঠিকঠাক হয় ইন্দ্রপতন ঘটবে এই কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে নেতা ও রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। অবশ্যই তার ইঙ্গিত ছিল মলয়বাবুর দিকেই। মোট ৫জন প্রার্থী এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মলয়বাবু ছাড়া রয়েছেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের কংগ্রেস প্রার্থী ইন্দ্রানী মিশ্র, বিজেপির নির্মল কর্মকার, বহুজন মুক্তি পার্টির দিপালী রুইদাস ও হিন্দু মহাসভার শ্যামাচরণ দত্ত। এখানে মোট ভোটার ২,৪৯,৩১৩ জন। বিস্তীর্ণ আসানসোলে এই কয়েক বছরে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। মানুষ শাসক দলের তোলাবাজি, লুট নিয়ে তিতিবিরক্ত। ভয় এখানে অপেক্ষাকৃত কম। মানুষ মুখ খুলছে শুধু অপেক্ষায় আছে ১১ এপ্রিল শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের।

২০১১সালেও জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন সি পি আই(এম)-এর জাহানারা খান। এবারেও তিনিই প্রার্থী। তবে গোটা মহকুমায় সবচাইতে সন্ত্রস্ত এলাকা বলতে গেলে রানিগঞ্জ পাণ্ডবেশ্বরের সাথে জামুড়িয়ার নামই উঠে আসে। খুন, সন্ত্রাস, মামলা, লুঠতরাজ এ এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল এই এলাকার। প্রতিদিনই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছে শাসক দলের বিরোধী মানুষদের। এবারে এই কেন্দ্রে জাহানারা খান ছাড়াও প্রার্থী রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ভি শিবদাশান, বিজেপির সন্তোষ সিং, বহুজন মুক্তি পার্টির প্রদীপ রুইদাস ও নির্দল কৃপাময় দাস। এখানে মোট ভোটার ১,৯৯,০২১ জন। পঞ্চায়েত ও পুরনির্বাচনের অভিজ্ঞতার নিরিখে শাসকদলের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ছিল সমগ্র এলাকা জুড়ে। তবে নিষার, জয়রামরা জানালেন বামফ্রন্ট প্রার্থী জিতবেই। এর পাশেই রয়েছে ২৭৫ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র। এখানেও ২০১১ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন সি পি আই(এম)-এর গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতা হিসাবে এলাকায় যথেষ্ট পরিচিত। বারে বারে শাসক দলের হাতে আক্রান্ত হয়েও এলাকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়েননি তিনি। আসানসোলে সাক্ষাৎ হয়েছিল যে মনোজের সঙ্গে সেই মনোজও বলছিল, এই কেন্দ্রে গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জীর জয় সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। অজয় নদের কোলঘেষা এই এলাকাটি রয়েছে পাণ্ডবেশ্বর ব্লক ও ফরিদপুর ব্লক জুড়ে। একদিকে কোলিয়ারি, অপরদিকে বিস্তীর্ণ গ্রামীন এলাকা। প্রচণ্ডভাবে সন্ত্রস্ত এই এলাকা। তবে জনসমর্থনের নিরিখে এগিয়ে রয়েছেন বামফ্রন্ট প্রার্থী। এখানে মোট ভোটার ১,৯০,৮৫৯ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি, বিজেপির জিতেন চ্যাটার্জী, এস.ইউ.সি.আই-র অসীম কুমার ভট্টাচার্য, বি এম পি-র ময়দা রুইদাস ও নির্দল প্রার্থী পূর্ণেন্দু চৌধুরী।

২৭৬ দুর্গাপুর পূর্ব : দুর্গাপুরের স্টিল টাউনশিপ ও সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকা নিয়ে এই কেন্দ্র। ইস্পাত শ্রমিক আন্দোলনের সি আই টি ইউ ও এইচ এস ই ইউ-র প্রভাবের নিরিখে বামপন্থীদের শক্তি অনেক বেশি সংহত। ক্রমাগত সন্ত্রাস চলেছে পাঁচ বছর ধরেই। জোরপূর্বক দখল নেওয়া হয়েছে সমবায়কে। ঠিকা শ্রমিকদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায়। আক্রান্ত হয়েছেন শ্রমিক কর্মচারীরা। কিন্তু এক ইঞ্চিও জমি ছাড়েনি স্টিলের বামপন্থী কর্মী-সমর্থকরা। এখানে মোট ভোটার ২,৩৩,৫৩০ জন। ৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রয়েছেন সি পি আই(এম)-এর সন্তোষ দেবরায়, তৃণমূলের প্রদীপ মজুমদার, বিজেপি-র অখিল মণ্ডল, এস ইউ সি আই-র অসিতবরণ মণ্ডল ছাড়াও অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জী ও সুকমল সাহা নামে দু'জন নির্দল প্রার্থী। ভোটাররা মুখ খুলতে চাননি। মুখ খুলতেও ভয়। ভয়কে জয় করে জিতবেন বামপন্থীরা বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

২৭৭ দুর্গাপুর পশ্চিম : প্রার্থী ৭ জন। মোট ভোটার ২,৪৪,৮৩২। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৭ জন। রয়েছেন বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জোটের বিশ্বনাথ পারিয়াল, তৃণমূলের অপূর্ব মুখার্জী, বিজেপি-র কল্যাণ দুবে, বি এস পি-র সন্দীপ সরকার, বি এম পি-র অতুল বাউরি এবং এস ইউ সি আই-এর শ্যামল ব্যানার্জী (রায়চৌধুরী) ও নির্দল প্রার্থী কানাই দত্ত।

পার্টিগাণিতিক জোট হয়েছে আগেই। এখন চলছে রসায়নের প্রক্রিয়া। তার জেরেই এখন প্রতিটি পদযাত্রা, মিছিলে প্রতিদিন নতুন নতুন মুখ। দু'দিন আগেও যেখানে মানুষ ছিল সন্ত্রস্ত। মিছিল শুনলেই এরিয়ে যাওয়া। এখন সেখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত পদযাত্রায় হাঁটছেন। কংগ্রেস, বামপন্থী সবাই একজোট। তেরঙ্গা, লালপাতাকা। এলাকার একটাই তাগিদ তৃণমূলকে হটাতে হবে। আর তাতে ঝড় তুলে দিয়ে গেলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

বিধান রায়ের স্বপ্ন শিল্পনগরী আজ ধ্বংসের মুখে। গত পাঁচ বছরে ১৮টি শিল্প কারখানা বন্ধ। তোলাবাজির দাপটে আরও কারখানা বন্ধ হওয়ার মুখে। প্রায় ২৬ হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। মল, বড়বাজার ধুকছে। দুর্গাপুরের অর্থনীতি এক চরম সংকটের মুখোমুখি। তার ওপর শাসক দলের তোলাবাজি এবং হুমকি মানুষকে তিতিবিরক্ত করছে। তা থেকেই পরিত্রাণ চাইছে মানুষ। এটা তাদের কাছে মরন বাঁচনের লড়াই। এমনই অভিমত ব্যক্ত করেলন কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী। এবার মানুষ বাঁচার স্বার্থে ভোট লুটও রুখে দেবে।

গত কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট লুট শাসক দল করার পরও ২৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে বামফ্রন্ট ৬টি এবং কংগ্রেস ২টি আসন পায়। ২০১১ বিধানসভা এবং ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের ভোট যোগ করলে অনেকটাই এগিয়ে জোট প্রার্থী। এর সঙ্গে আর একটি হিসেব বিজেপির ভোট। গত লোকসভা নির্বাচনে এখানে ২৯ শতাংশ ভোট পায়। এবার সে হাওয়া না থাকায় অনেকটাই দখল নেবে জোট প্রার্থী। এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। সব মিলিয়ে পাটিগাণিতিক ছাঁচে রসায়ন দ্রুত প্রক্রিয়া করায় ভাল ব্যবধানে জিতবে বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ জোট।

# রসুলপুর থেকে পাল্লারোড প্রচার করলেন দেবাশিষ ঘোষ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩০ মার্চ :** মেমারির রসুলপুর উলড়াগ্রাম সন্ত্রাস কবলিত এলাকায়, যেখানে এখনও সি পি আই(এম)-এর তিনটি পার্টি দপ্তর বন্ধ

আছে, সেখানে সন্ত্রাস উপেক্ষা করেই মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রের বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থী দেবাশিষ ঘোষকে নিয়ে উলড়ার মোড় থেকে এক বিশাল মিছিল সংগঠিত হল। রাজপুর, চাকনাড়া, রসুলপুর বাজার হয়ে মিছিল দলুই বাজার পাল্লারোড ৭ কিলোমিটার হেঁটে শেষ হয়। মিছিলে ছিলেন সি পি আই(এম) নেতা অরিন্দম কোঙার, স্বপন সেনগুপ্ত, ভবানী ব্যানার্জী, রণজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। গ্রামের প্রত্যেকটা পাড়ায় মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় ভিড় জমিয়ে প্রার্থীকে স্বাগত জানান।

# গ্রাম থেকে গ্রামান্তর প্রচারে ঝড় উঠেছে বাম গণতান্ত্রিক প্রার্থীর অনুকূলে

## প্রসঙ্গ উড়ালপুল

# ধিক্কার মিছিল যুবদের কালনায়

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ এপ্রিল :** উড়ালপুল ভেঙে পড়ার অগ্রিম খবর জানা সত্ত্বেও নির্মাণের কাজ কেন চালানো হল? এর জাবাব চেয়ে আজ রাজ্য সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে কালনায় মিছিল করে যুবরা। ডি ওয়াই এফ আই-এর কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে যুবক-যুবতীরা জমায়েত করে নিভুজী মোড়ে। সেখান থেকে মিছিল করে দীর্ঘ চার কিমি পথ অতিক্রম করে জিউধারায় শেষ হয়।

# আগ্নেয়াস্ত্র সহ চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩০ মার্চ :** পালসিট দুর্গাপুর হাইওয়ে রোডে হিন্দুস্তান হোটেলের সামনে থেকে গভীর রাতে একটি মারুতি গাড়ি সহ চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করলো মেমারি থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৯ মার্চ গভীর রাতে। দুষ্কৃতীরা নাকি মারুতি গাড়িতে বসেই আলোচনা করছিল কোথায় ডাকাতি করা যায়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুষ্কৃতীদের ধরে ফেলে। দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে পুলিশ একটি পাইপ গান, এক রাউন্ডগুলি, একটা ভোজালি উদ্ধার করে।

# গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে

*—প্রথম পাতার পর*

তেরঙ্গা ঝাণ্ডা এদিন উৎসবের চেহারা নিয়েছে। 'তৃণমূল হটাও, বাংলা বাঁচাও' আর যেন শুধু শ্লোগান নয়। তাদের শারীরিক ভাষা বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভ্রষ্টাচার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উড়ালপুল ভাঙা নিয়ে তিনি কটাক্ষ করেন। তৃণমূল নেতার পয়সা খেয়ে গলদ প্রক্রিয়ার জন্য এত লোক মারা গেল। সারদা-নারদা কাণ্ডে এতজনের নাম জড়িয়েছে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সততার প্রতীক আজ আর নেই। অন্যদিকে বামপন্থীদের প্রতি আস্থা রেখে বলেন, এই জোট সরকার বাংলার প্রগতি করবে, সারদা সহ ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। রাজ্যে রোজগারি বাড়বে, শিল্পায়ন হবে, বাংলার প্রগতি আনবে।

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, ২০১১ সালে মমতার পক্ষে যে মানুষের ঢল নেমেছিল আজ তার উল্টো ঢল বইছে। গত পাঁচ বছরে দুর্গাপুরে ১৮টি শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে। তোলাবাজি শিল্প হয়েছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গলসি বিধানসভার ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নন্দলাল পণ্ডিত, দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বনাথ পাড়িয়াল, দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের সি পি আই(এম) প্রার্থী সন্তোষ দেবরায়, পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্রের সি পি আই(এম) প্রার্থী গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী বক্তব্য রাখেন। এদিন নিয়ামতপুরেও একটি জনসভায় বক্তব্য রাখেন রাহুল গান্ধি।

# ছত্রিশগড়ে মৃত জওয়ানের দেহ ফিরলো কালনায়

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ এপ্রিল :** ছত্রিশগড়ের মাইন বিস্ফোরণে মৃত জওয়ান মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জীর দেহ আজ রাতে ফিরে আসে তাঁর নিজের বাড়িতে। কালনার পুরাতন হাট গ্রামে দেহটি পৌঁছালে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দুই সহস্রাধিক মানুষ হাজির হন। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও ভারতীয় জওয়ানদের পক্ষ থেকেও গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়।

৩১ মার্চ বৈকাল সাড়ে তিনটে নাগাদ ছত্রিশগড়ের দান্তেওয়াড়া মাওবাদীদের পোঁতা মাইন বিস্ফোরণে ৭ জন সি-আর-পি-এফ জওয়ানের মৃত্যু হয়। মৃত জওয়ানদের মধ্যে কালনার মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী (৩৩) একজন। সদা হাস্যময় ও খুবই মিশুকে ছেলেটি এভাবে চলে যাবে তা মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না এলাকার মানুষ। ইতিপূর্বে একবার মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর খবর রটে গিয়েছিলো। তবে পরে তা ভুল প্রমাণিত হয়। এলাকার মানুষ চাইছিলেন এবারও যেন খবরটি ভুল হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের কফিনবদ্ধ মৃতদেহ বাড়িতে ফিরে এলো। মা-বাবা-ভাই-স্ত্রী এবং এক বছরের একটি শিশুপুত্র বর্তমান। মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা অসিত মুখার্জী একজন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী। কালনার বাম প্রার্থী সুকুল শিকদার তাঁদের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানান।

## নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি দিলওয়ার সেখ, পিতা - আহঃ গফুর সেখ, গ্রাম ও পোঃ - ভোতা, থানা - আউশগ্রাম, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম Sk. Syful Alam কিন্তু জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত Sk. Abdul Golam Syful Alam নথিভুক্ত হয়েছে। Sk. Syful Alam এবং Sk. Abdul Golam Syful Alam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ওয়াজফর সেখ, পিতা - আহঃ গফুর সেখ, গ্রাম ও পোঃ - ভোতা, থানা - আউশগ্রাম, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম Sk. Rajmul Alam কিন্তু জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত Sk. Abdul Golam Rajmul Alam নথিভুক্ত হয়েছে। Sk. Rajmul Alam এবং Sk. Abdul Golam Rajmul Alam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ধর্মেন্দ্র বাগ, পিতা - ভোলানাথ বাগ, গ্রাম - দেওরি, পোঃ - মির্জাপুর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম কোয়েল বাগ (Koyel Bag) কিন্তু জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত পায়েল বাগ (Payel Bag) নথিভুক্ত হয়েছে। কোয়েল বাগ (Koyel Bag) এবং পায়েল বাগ (Payel Bag) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

## ১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, ব্যারাকপুরের সেনা ব্যারাকে মঙ্গল পান্ডে উর্দ্ধতন অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেন; ২। ইউরোপ মহাদেশে, ১৮১৪ সালের ৩০ মার্চ, অ্যামস্টারডাম এবং দ্য হেগ; ৩। ১৯৪৯ সালের ৩০ মার্চ, জয়পুর; ৪। ২৫ তম রাজ্য ১৯৮৭ সালের ৩০ মার্চ; ৫। ১৬০৭ সালের ৩১ মার্চ, বর্ধমান শহরের পীর বাহারামে; ৬। ১৭৪৪ সালের ৩১ মার্চ, বহরমপুরের কাছে; ৭। ১৯৬৪ সালের ৩১ মার্চ; ৮। পাটনা স্টেশনে, ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ, একজন আনন্দমার্গ সমর্থক, পাশে থাকা আলি ইমাম; ৯। অটো ফন বিসমার্ককে, ১৮১৫ সালের ১ এপ্রিল, মৃত্যু ২৮-০৭-১৮৯৮; ১০। ১৮৬৯ সালের ১ এপ্রিল, মহারাজ মহতাব চন্দ্র, পন্ডিত তর্ক বাচস্পতি এবং ডা. গোবিন্দ দেব; ১১। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল; ১২। ১৯৪২ সালের ১ এপ্রিল।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা